তারিখ 19 OCT 1991
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

অবহেলিত দক্ষিণাঞ্চল

বরিশালে শিক্ষাবোর্ড স্থাপন প্রয়োজন

মাইনুল হাসান ।। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় দক্ষিণাঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যেমনি বেশী তেমনি শিক্ষিতের হারও তুলনামূলকভাবে বেশী। কিন্তু সেই অনুপাতে এই অঞ্চলে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা কম। প্রাইমারী ও মাধ্যমিক স্কুলগুলির বর্তমানে বেহাল অবস্থা। এই অঞ্চলের স্কুলের কাঠামোগত খুব একটা উন্নতি হয় নাই।

(২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

অবহেলিত দক্ষিণাঞ্চল

(শেষ পৃঃ পর)

কলেজগুলির অবস্থাও করুণ। চাঁদা ও অন্যান্যসূত্র হইতে প্রাপ্ত সাহায্য-সহযোগিতায় বেসরকারী কলেজগুলি চলিতেছে। এই অঞ্চলে শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, টেকনিক্যাল ট্রেনিং কলেজ, কৃষি কলেজ স্থাপনের দাবী বহু পূর্ব হইতে করা হইতেছে। কিন্তু সরকার কর্ণপাত করিতেছে না। পটুয়াখালীর দুমকিতে যে একমাত্র কৃষি কলেজ রহিয়াছে উহাও সমস্যায় জর্জরিত। ঐ কলেজকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের দাবী করা হইয়াছিল। কিন্তু ফাইল নড়ে নাই।

১৬টি জেলার মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি জেলা যশোর শিক্ষা বোর্ডের আওতাভুক্ত। বোর্ডের শতকরা ৫০ ভাগ পরীক্ষার্থী এই অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির। দক্ষিণাঞ্চলের সহিত পার্শ্ববর্তী মাদারীপুর, রাজবাড়ী ও গোপালগঞ্জ জেলা সংযুক্ত করিয়া বরিশালে একটি শিক্ষাবোর্ড স্থাপিত হইলে এই অঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে ঝামেলা কমিবে। শিক্ষা বোর্ড কলেজ ও স্কুলের অনুমোদনের দায়িত্বেও নিয়োজিত। এই অঞ্চলের স্কুল-কলেজ বোর্ডের কর্মকর্তাদের বিলম্বে পরিদর্শনের কারণে অনুমোদন প্রাপ্তিতেও বিলম্ব ঘটে। কারণ একজন পরিদর্শকের পক্ষে এই বোর্ডের সকল স্কুল-কলেজ সঠিক সময়ে পরিদর্শন সম্ভব হয় না। এই কারণেও যশোর বোর্ডের ভার লাঘবের জন্য বরিশাল বোর্ড স্থাপন জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। এরশাদ সরকারের শেষ আমলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী এই অঞ্চলে নুতন একটি শিক্ষাবোর্ড স্থাপনের আশ্বাস দিয়াছিলেন। এই অঞ্চলে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য কোন প্রশিক্ষণ কলেজ নাই। প্রাইমারী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য পি, টি, আই থাকিলেও হাইস্কুলের শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য কলেজ নাই। অথচ হাইস্কুলের সংখ্যা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখানে অনেক বেশী। এই অঞ্চলের শিক্ষকদের খুলনা ও যশোর টিচার্স ট্রেনিং কলেজে প্রশিক্ষণের জন্য যাইতে হইতেছে। খুলনা বিভাগকে দুইটি শিক্ষা অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে। বরিশাল ও খুলনায় এই অঞ্চলের দুইটি পৃথক অফিস রহিয়াছে। অথচ ট্রেনিং কলেজ দুইটি খুলনা অঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছে। বরিশাল অঞ্চলের ভাগে একটিও জোটে নাই। এই অঞ্চলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য এই অঞ্চলে একটি প্রশিক্ষণ কলেজ স্থাপন আবশ্যক। বিগত সরকার বরিশালে প্রশিক্ষণ কলেজ স্থাপনের জন্য নীতিগতভাবে রাজী হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষাবধি উহা হয় নাই।